দৈনিক বাংলা

তারিখ 2 1 MAY 1992

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

10

চট্টগ্রামে নিরাপত্তার কারণে ছাত্রীদের স্কুল ত্যাগ

তিনটি স্কুলের পাশে অবৈধ বাসস্ট্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চট্টগ্রাম ২০ মে।– চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী তিনটি স্কুলে পাঁচ হাজার ছাত্র–ছাত্রীর পড়ালেখা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। ঐতিহ্যবাহী এই তিনটি স্কুল হচ্ছে অপর্ণাচরণ বালিকা বিদ্যালয়, কৃষ্ণ–কুমারী জুনিয়র স্কুল ও মিউনিসিপ্যাল উচ্চ বিদ্যালয়।

স্কুল তিনটির পাশেই অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে কক্সবাজারগামী বাসস্ট্যান্ড ও কোস্টার স্ট্যান্ড। সহরের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত এই স্কুল তিনটির পাশে বাস ও কোস্টার স্ট্যান্ডের জন্যে নির্ধারিত যায়গার পরিবর্তে এগুলো স্কুলে সামনে প্রতিনিয়ত দাঁড়িয়ে থাকে। কক্সবাজার ও টেকনাফ গামী বাস এবং সেখান থেকে বাসসমূহে অবাধে চোরাচালানের পণ্য আনা–নেয়া হয়ে থাকে। প্রকাশ্য দিবালোকে এগুলো ওঠানামা করে। চোরাচালানীর মালামাল নিয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষে পরিবহণ শ্রমিক–দের দু'টি সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ এবং স্থানীয় দোকানদার ও বাস শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ বাধছে।

গত ছয়মাসে পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী এই এলাকায় পরিবহণ শ্রমিক, যাত্রী, মাস্তানদের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধেছে অন্তত ২০ বার। আহত হয়েছে শতাধিক। যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল ১১০ ঘন্টা। বাস স্ট্যান্ড ও কোস্টার স্ট্যান্ডকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে মাস্তান চক্র। চাঁদাবাজ গ্রুপ।

বাসমালিক ও শ্রমিকদের একটি সূত্র জানায়, অবৈধ বাসস্ট্যান্ড ও কোস্টার স্ট্যান্ডের জন্যে তাদের একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে মাসে ৫০ হাজার ও মাস্তান গ্রুপকে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করতে হচ্ছে।

মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের ব্যার্থতা ও নিষ্ক্রিয়তার কারণে এই তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মুখ থেকে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বাস স্ট্যান্ড সরানো হচ্ছে না। ফলে স্কুলের ছাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে অপর্ণা–চরণ স্কুলের ৭৮ জন ছাত্রী নিরাপত্তাজনিত কারণে স্কুল ত্যাগ করেছে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি, চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটি, মহানগরী আওয়ামী লীগ, ৫ দল, গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য, ছাত্রদল পৃথক পৃথক বিবৃতিতে স্কুল অঙ্গন থেকে কক্সবাজারগামী বাস স্ট্যান্ড সরিয়ে নেয়ার দাবী জানিয়েছে। স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীরা পৃথক পৃথক বিবৃতিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বাস স্ট্যান্ড ও চোরাচালানীদের আখড়া উঠিয়ে দেয়ার জন্যে সরকার, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহানুভূতি কামনা করেছে।